রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২৩, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৬ চৈত্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/২০ মার্চ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৬৬-আইন/২০১১।—বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩১ নং আইন) এর ধারা ৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। বিধিমালার নাম।—এই বিধিমালা বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩১ নং আইন);

(২) **"পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা"** অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন ঘোষিত পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা;

(৩) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(৪) **"বিশেষ পর্যটন অঞ্চল"** অর্থ আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত বিশেষ পর্যটন অঞ্চল;

(৫) **"স্থানীয় কর্তৃপক্ষ"** অর্থ জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ অথবা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন এলাকার উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন অন্য যে কোন সংস্থা।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ।**—আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোন এলাকাকে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে সরকার উক্ত এলাকার নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে উহাকে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য;

(খ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন;

(গ) ঐতিহাসিক নিদর্শন;

(ঘ) বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য;

(ঙ) পর্বত, গুহা ও ঝরণা;

(চ) হ্রদ, হাওড়-বাওর, দীঘি ও জলাশয়;

(ছ) জনপ্রিয় উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;

(জ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারা;

(ঝ) সৈকত, উপকূল, নদীর মোহনা, দ্বীপ ও চরাঞ্চল; এবং

(ঞ) সরকারের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত অন্য যে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থান, স্থাপনা বা বস্তু।

৪। **পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা।**—(১) সরকার পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা এবং বিশেষ পর্যটন অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত এলাকা বা উহার কোন অংশবিশেষ পূর্ব হইতে সরকারের অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষিত হইয়া থাকিলে, উক্ত সংস্থার সহিত আলোচনাক্রমে উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রণীত পরিকল্পনায় পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা বা, ক্ষেত্রমত, বিশেষ পর্যটন অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য চিহ্নিত করা যাইবে এবং কোন্ অংশ কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে পরিকল্পনায় উহার বিশদ বিবরণ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) পর্যটনের উদ্দেশ্যে আবাসন;

(খ) বিনোদন;

(গ) বিপণন;

(ঘ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন; এবং

(ঙ) উন্মুক্ত স্থান।

(৩) উপ-বিধি (২) এর উদ্দেশ্য কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা বা বিশেষ পর্যটন অঞ্চলের বিদ্যমান প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম পরিবেশ বা প্রতিবেশ পরিবর্তন বা ধ্বংস করা যাইবে না।

৫। **বিনোদন ও সেবামূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসমূহ।**—(১) পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চলে সরকার, অন্যান্যের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণিত বিনোদন ও সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) হোটেল, মোটেল, রেষ্টুরেন্ট ও রিসোর্ট;

(খ) পর্যটক ট্রেন, বাস ও বিমান;

(গ) নৌ-ভ্রমণ জাহাজ বা অন্য কোন নৌ-যান;

(ঘ) MICE (Meeting, Incentives, Conference & Entertainment) ট্যুরিজম;

(ঙ) ক্রীড়া পর্যটন;

(চ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কেন্দ্র, শরীর চর্চা কেন্দ্র, স্পা, বিউটি সেলুন ও মেডিটেশন সেন্টার;

(ছ) টেলিফোন, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স;

(জ) ব্যাংক, মানি এক্সচেঞ্জ; এবং

(ঝ) আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা।

(২) বিশেষ পর্যটন অঞ্চলের জন্য সরকার উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অন্যান্য পর্যটন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিবে।

৬। **নির্মাণ, ইত্যাদির জন্য সরকারের অনুমোদন।**—(১) পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চলে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নির্মাণ বা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন নির্মাণ বা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য সরকারের নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনের সহিত ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে ১.০০ (এক হাজার) টাকা এবং ভাড়া বা ইজারায় গৃহীত জমির ক্ষেত্রে ৫.০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা আবেদন ফি সহ নিম্নবর্ণিত তথ্য ও কাগজপত্র সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রস্তাবিত নির্মাণ ও সুযোগ-সুবিধা নকশা ও বিবরণ;

(খ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন থাকিলে উক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণপত্র;

(গ) মালিকানা সংক্রান্ত দলিল; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক যাচিত অন্য কোন তথ্য ও কাগজপত্র।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া সরকারের নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ বা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির অনুমোদন প্রদান করিবে, যথা ঃ—

(ক) ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনা;

(খ) নির্মাণাধীন এলাকা, উহার পরিবেশ ও স্থাপত্য শৈলী;

(গ) বিদ্যমান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণপূর্বক সৌন্দর্যবর্ধন; এবং

(ঘ) সরকারের নিকট বিবেচনাযোগ্য অন্য কোন বিষয়।

৭। **পর্যটন তথ্য কেন্দ্র**।—প্রত্যেক পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চলে পর্যটন তথ্য কেন্দ্র থাকিবে এবং উক্ত কেন্দ্রে বাংলাদেশ ও উহার বিভিন্ন পর্যটন এলাকার মানচিত্রসহ পর্যটন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য থাকিবে।

৮। **অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে ব্যয়িত অর্থ আদায়**।—আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা বা বিশেষ পর্যটন অঞ্চল হইতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য ব্যয়িত অর্থ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben.Act XIII of 1913) এর অধীন সরকারি দাবী (Public Demand) হিসাবে আদয়যোগ্য হইবে।

ফরম

[বিধি ৬(২) দ্রষ্টব্য]

পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় বা বিশেষ পর্যটন অঞ্চলে নির্মাণ বা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির আবেদনপত্রের ফরম

১. ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম :

২. প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ঠিকানা (টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানাসহ) :

৩. মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর (যদি থাকে) :

৪. প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দলিল পত্রাদির বিবরণ : (ক) ট্রেড লাইসেন্স নং :

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ :

(খ) আয়কর শনাক্তকরণ (TIN) নং :

৫. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে √ দিন) : ☐ ব্যক্তি মালিকানাধীন ☐ অংশীদারী কারবার ☐ সমবায় সমিতি

☐ কোম্পানী ☐ করপোরেশন ☐ অন্যান্য

৬. প্রস্তাবিত পর্যটন প্রকল্পের বিবরণ (কি ধরনের পর্যটন প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে তাহার বিবরণ, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সুবিধাদি ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে। প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে) :

৭. প্রকল্পের ঠিকানা (বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে) :

৮. পর্যটন প্রকল্পের জন্য জমি হুকুম দখলের প্রয়োজন আছে কিনা :

৯. জমির মালিকানার বিবরণ : ☐ ব্যক্তি মালিকানাধীন ☐ ভাড়া ☐ ইজারায় গৃহীত

১০. পর্যটন প্রকল্পের জন্য ন্যূনতম জমির পরিমাণসহ জমির বিস্তারিত বিবরণ : (ক) জমির পরিমাণ ঃ

(খ) তফসিল এর বিবরণ ঃ

(গ) মৌজা ম্যাপ ঃ

(ঘ) চৌহর্দ্দি ঃ

(ঙ) জমির প্রকৃতি ঃ

১১ পর্যটন প্রকল্পের মেয়াদ ঃ

১২. বিনিয়োগের পরিমাণ ও উৎসের বিবরণ ঃ

১৩. প্রস্তাবিত প্রকল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার (Waste Management) বিবরণ ঃ

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিবরণ ঃ

১৫. নিম্নবর্ণিত দলিল পত্রাদি সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ

(ক) মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ৬ কপি সত্যায়িত ছবি;

(খ) মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাগরিক সনদপত্র বা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি;

(গ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি;

(ঘ) TIN সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(ঙ) অংশীদারী কারবার/সমবায় সমিতি/কোম্পানীর ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের কপি ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সনদপত্র;

(চ) ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র;

(ছ) প্রস্তাবিত নির্মাণ বা সুযোগ-সুবিধার ডিজাইন, ড্রইং ইত্যাদি;

(জ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত ডিজাইন, ড্রইং ইত্যাদি অনুমোদনের প্রয়োজন থাকিলে তৎকর্তৃক উহা অনুমোদিত হইবার প্রমাণপত্র;

(ঝ) জমির দলিল ও খাজনার রশিদের সত্যায়িত কপি;

(ঞ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি সনদপত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সরদার আবুল কালাম
যুগ্ম-সচিব।

[illegible]াহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd